Machine Translated by Google

0972CH01

অধ্যায় ১

গণতন্ত্র কী?

কেন গণতন্ত্র?

এক নজরে

গণতন্ত্র কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? এই অধ্যায়টি গণতন্ত্রের একটি সহজ সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে তৈরি। ধাপে ধাপে, আমরা এই সংজ্ঞার সাথে জড়িত শব্দগুলির অর্থ বের করব। এখানে লক্ষ্য হল গণতান্ত্রিক সরকারের ন্যূনতম বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টভাবে বোঝা। এই অধ্যায়টি পড়ার পরে আমরা একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে একটি অগণতান্ত্রিক সরকার থেকে আলাদা করতে সক্ষম হব। এই অধ্যায়ের শেষে, আমরা এই ন্যূনতম উদ্দেশ্যের বাইরে গিয়ে গণতন্ত্রের একটি বিস্তৃত ধারণা প্রবর্তন করব।

গণতন্ত্র আজ বিশ্বের সবচেয়ে প্রচলিত সরকার ব্যবস্থা এবং এটি আরও অনেক দেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? অন্যান্য সরকার ব্যবস্থার তুলনায় এটিকে কী ভালো করে তোলে? এই অধ্যায়ে আমরা দ্বিতীয় বড় প্রশ্নটি উত্থাপন করব।

© NCERT not to be republished

Machine Translated by Google

১.১ গণতন্ত্র কী ?

আপনি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরণের সরকার সম্পর্কে পড়েছেন। গণতন্ত্র সম্পর্কে আপনার এখন পর্যন্ত যে ধারণা রয়েছে তার ভিত্তিতে, কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করে এর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখুন:

গণতান্ত্রিক সরকার
অগণতান্ত্রিক সরকার

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কেন?

আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, প্রথমে মেরির একটি আপত্তির কথা লক্ষ্য করা যাক। তিনি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়ার এই পদ্ধতি পছন্দ করেন না এবং কিছু মৌলিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান।

তার শিক্ষিকা মাটিল্ডা লিংডো তার প্রশ্নের উত্তর দেন, যখন অন্যান্য সহপাঠীরা আলোচনায় যোগ দেন: মেরি: ম্যাডাম, আমি এই ধারণাটি পছন্দ করি না। প্রথমে আমরা গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করার জন্য সময় ব্যয় করি এবং তারপর আমরা গণতন্ত্রের অর্থ খুঁজে বের করতে চাই। আমি বলতে চাইছি যে যুক্তিসঙ্গতভাবে আমাদের এটিকে বিপরীতভাবে দেখা উচিত ছিল না? প্রথমে অর্থ এবং তারপর উদাহরণ আসা উচিত ছিল না?

লিংডো ম্যাডাম: আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনে এভাবে যুক্তি করি না। আমরা কলম, বৃষ্টি বা ভালোবাসার মতো শব্দ ব্যবহার করি। এই শব্দগুলো ব্যবহার করার আগে কি আমরা তাদের সংজ্ঞা জানার জন্য অপেক্ষা করি?
একবার ভেবে দেখুন, এই শব্দগুলোর কি আমাদের কাছে স্পষ্ট সংজ্ঞা আছে? শুধুমাত্র একটি শব্দ ব্যবহার করলেই আমরা এর অর্থ বুঝতে পারি।

মেরি: কিন্তু তাহলে আমাদের সংজ্ঞার প্রয়োজন কেন?

লিংডো ম্যাডাম: আমাদের তখনই সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় যখন আমরা কোনও শব্দের ব্যবহারে অসুবিধার সম্মুখীন হই।
বৃষ্টির সংজ্ঞা তখনই প্রয়োজন যখন আমরা একে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি অথবা মেঘের ঝড় থেকে আলাদা করতে চাই। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা প্রয়োজন কারণ মানুষ এটিকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, কারণ বিভিন্ন ধরণের সরকার নিজেদেরকে গণতন্ত্র বলে।

রিবিয়াং: কিন্তু আমাদের কেন একটি সংজ্ঞা নিয়ে কাজ করতে হবে? অন্যদিন আপনি আব্রাহাম লিংকনের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন: "গণতন্ত্র হল জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য পরিচালিত সরকার"।
মেঘালয়ে আমরা সবসময় নিজেদের শাসন করেছি। এটা সবাই মেনে নিয়েছে। আমাদের কেন এটা পরিবর্তন করতে হবে?

লিংডো ম্যাডাম: আমি বলছি না যে আমাদের এটি পরিবর্তন করতে হবে। আমার কাছেও এই সংজ্ঞাটি খুব সুন্দর মনে হয়। কিন্তু আমরা জানি না যে এটি সংজ্ঞায়িত করার সর্বোত্তম উপায় কিনা যদি না আমরা নিজেরা এটি নিয়ে চিন্তা করি। আমাদের কোনও কিছু কেবল বিখ্যাত বলে গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল এই কারণে যে সবাই তা গ্রহণ করে।

ইয়োলান্ডা: ম্যাডাম, আমি কি কিছু বলতে পারি? আমাদের কোন সংজ্ঞা খুঁজতে হবে না। আমি কোথাও পড়েছি যে গণতন্ত্র শব্দটি গ্রীক শব্দ 'ডেমোক্র্যাটিয়া' থেকে এসেছে। গ্রীক ভাষায় 'ডেমোস' অর্থ জনগণ এবং 'ক্রাতিয়া' অর্থ শাসন। তাই গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন। এটিই সঠিক অর্থ।

বিতর্কের প্রয়োজন কোথায়?

লিংডো ম্যাডাম: এই বিষয়টি নিয়ে ভাবার জন্য এটাও একটা খুব সহায়ক উপায়। আমি শুধু এটুকু বলব যে এটা সবসময় কাজ করে না। একটি শব্দও তার উৎপত্তির সাথে আবদ্ধ থাকে না। শুধু কম্পিউটারের কথা ভাবুন।
মূলত এগুলি গণনার জন্য ব্যবহৃত হত, অর্থাৎ গণনা করার জন্য, খুব কঠিন গাণিতিক যোগফল।
এগুলো খুবই শক্তিশালী ক্যালকুলেটর ছিল। কিন্তু আজকাল খুব কম লোকই অঙ্ক গণনার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করে। তারা লেখার জন্য, ডিজাইন করার জন্য, গান শোনার জন্য এবং সিনেমা দেখার জন্য এটি ব্যবহার করে। শব্দ একই থাকে কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এর অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনও শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে খোঁজা খুব একটা কার্যকর নয়।

মেরি: ম্যাডাম, তাহলে মূলত আপনি যা বলছেন তা হল, বিষয়টি নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনার কোনও শর্টকাট উপায় নেই। আমাদের এর অর্থ নিয়ে ভাবতে হবে এবং একটি সংজ্ঞা তৈরি করতে হবে।

লিংডো ম্যাডাম: আপনি ঠিকই ধরেছেন। এবার শুরু করা যাক।

কার্যকলাপ

আসুন আমরা লিংডো ম্যাডামকে গুরুত্ব সহকারে নিই এবং আমরা যে সহজ শব্দগুলো ব্যবহার করি সেগুলোর সঠিক সংজ্ঞা লেখার চেষ্টা করি: কলম, বৃষ্টি এবং ভালোবাসা। উদাহরণস্বরূপ, কলমকে সংজ্ঞায়িত করার এমন কোন উপায় আছে কি যা এটিকে পেন্সিল, ব্রাশ, চক বা ক্রেয়ন থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা করে?

এই প্রচেষ্টা থেকে আপনি কী শিখলেন?
গণতন্ত্রের অর্থ বোঝার বিষয়ে এটি আমাদের কী শেখায়?

আমি অন্যরকম একটা ভার্সন শুনেছি।
গণতন্ত্র জনগণের থেকে দূরে, জনগণের থেকে অনেক দূরে এবং (যেখানে তারা) জনগণকে কিনে নেয়।
আমরা কেন এটা মেনে নেব না?

একটি সহজ সংজ্ঞা

আসুন আমরা সরকারগুলির মধ্যে মিল এবং পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি যেগুলিকে বলা হয়

© NCERT not to be republished

পুনর্মুদ্রণ ২০২৫-২৬

Machine Translated by Google

গণতন্ত্র। সকল গণতন্ত্রের জন্য একটি সাধারণ বিষয় হল: সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়।

তাই আমরা একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করতে পারি: গণতন্ত্র হলো এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে শাসকরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন।

এটি একটি কার্যকর সূচনা বিন্দু। এই সংজ্ঞা আমাদের গণতন্ত্রকে এমন সরকার থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে যা স্পষ্টতই গণতান্ত্রিক নয়। মায়ানমারের সামরিক শাসকরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হননি। যারা সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন তারাই দেশের শাসক হয়েছিলেন।

কারণ তারা রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে।

এই সহজ সংজ্ঞাটি যথেষ্ট নয়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন। কিন্তু যদি আমরা এই সংজ্ঞাটি অচিন্তনীয়ভাবে ব্যবহার করি, তাহলে আমরা প্রায় প্রতিটি সরকারকেই গণতন্ত্র বলব যারা নির্বাচন পরিচালনা করে। এটি খুবই বিভ্রান্তিকর হবে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে জানতে পারব যে, সমসাময়িক বিশ্বের প্রতিটি সরকারই গণতন্ত্র বলতে চায়, যদিও তা তা নয়। এই কারণেই আমাদের সাবধানতার সাথে একটি সরকার যা একটি গণতন্ত্র এবং যেটি একটি গণতন্ত্র বলে ভান করে তার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। আমরা এই সংজ্ঞার প্রতিটি শব্দ সাবধানতার সাথে বুঝতে এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি বানান করে তা করতে পারি।

এই সিদ্ধান্তে জনগণের কোনও বক্তব্য ছিল না।

পিনোশে (চিলি) এর মতো স্বৈরশাসকরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন না। এটি রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সৌদি আরবের রাজারা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার কারণে শাসন করেন না বরং

সরকার।

চেক করুন তোমার অগ্রগতি

রিবিয়াং বাড়ি ফিরে গিয়ে গণতন্ত্রের উপর আরও কিছু বিখ্যাত উক্তি সংগ্রহ করলেন। এবার তিনি যারা এই উক্তিগুলি বলেছেন বা লিখেছেন তাদের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি চান আপনি এগুলি পড়ুন এবং এই চিন্তাভাবনাগুলি কতটা ভালো বা কার্যকর তা মন্তব্য করুন: গণতন্ত্র প্রতিটি মানুষকে তার নিজের উপর অত্যাচার করার অধিকার দেয়।

গণতন্ত্র হলো তোমার একনায়কদের বেছে নেওয়া, যখন তারা তোমাকে বলে দেবে তুমি কী চাও। শুনতে।

মানুষের ন্যায়বিচারের ক্ষমতা গণতন্ত্রকে সম্ভব করে তোলে, কিন্তু মানুষের অন্যায়ের প্রতি ঝোঁক গণতন্ত্রকে প্রয়োজনীয় করে তোলে।

গণতন্ত্র এমন একটি হাতিয়ার যা নিশ্চিত করে যে আমরা আমাদের প্রাপ্যের চেয়ে ভালোভাবে পরিচালিত হব না।

গণতন্ত্রের সমস্ত অসুখ আরও গণতন্ত্রের মাধ্যমে নিরাময় করা যেতে পারে।

কার্টুনটি পড়ো

এই কার্টুনটি এমন সময় আঁকা হয়েছিল যখন ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বিদেশী শক্তির উপস্থিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কার্টুনটি কী বলছে বলে আপনার মনে হয়? 'গণতন্ত্র' কেন এইভাবে লেখা হয়েছে?

©স্টিফেন পেরে, থাইল্যান্ড, ক্যাগল কার্টুনস ইনকর্পোরেটেড।

© NCERT not to be republished

Machine Translated by Google

১.২ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

আমরা একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করেছি যে গণতন্ত্র হল এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে শাসকরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। এটি অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে: এই সংজ্ঞায় শাসক কারা? যেকোনো সরকারকে গণতন্ত্র বলতে কোন কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করতে হবে? গণতন্ত্রে অনির্বাচিত কর্মকর্তারা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন?

কোন ধরণের নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন গঠন করে? একটি নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক হিসেবে বিবেচনা করার জন্য কোন শর্ত পূরণ করতে হবে?

কারা শাসক নির্বাচন করতে পারে অথবা শাসক হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে?

এর মধ্যে কি সকল নাগরিককে সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? একটি গণতন্ত্র কি কিছু নাগরিককে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে?

অবশেষে, গণতন্ত্র কী ধরণের সরকার? নির্বাচিত শাসকরা কি তাদের যা কিছু করতে পারে?

গণতন্ত্রে কি কিছু অধিকারের প্রয়োজন? নাকি একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হবে? গণতন্ত্রের জন্য কি নাগরিকদের কিছু অধিকারকে সম্মান করা প্রয়োজন?

আসুন আমরা কিছু উদাহরণের সাহায্যে এই প্রতিটি প্রশ্ন বিবেচনা করি।

নির্বাচিত নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পাকিস্তানে, জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন। তিনি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করেন এবং নিজেকে দেশের 'প্রধান নির্বাহী' ঘোষণা করেন। পরে তিনি তার পদবি রাষ্ট্রপতি করেন এবং ২০০২ সালে দেশে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয় যা তাকে পাঁচ বছরের মেয়াদ বৃদ্ধি করে। পাকিস্তানি মিডিয়া, মানবাধিকার সংগঠন এবং গণতন্ত্র কর্মীরা বলেছেন যে গণভোটটি ছিল

কার্টুনটি পড়ো

সিরিয়া পশ্চিম এশিয়ার একটি ছোট দেশ। ক্ষমতাসীন বাথ পার্টি এবং তার কিছু ছোট মিত্রই সেই দেশে একমাত্র অনুমোদিত দল। আপনার কি মনে হয় এই কার্টুনটি চীন বা মেক্সিকোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে? পাতার মুকুট কী বোঝায়? গণতন্ত্রের উপর?

©এমাদ হাজ্জাজ, জর্ডান, ক্যাগল কার্টুন ইনক। 7 জুন 2005

পুনর্মুদ্রণ ২০২৫-২৬

Machine Translated by Google

কার্টুনটি পড়ো

এই কার্টুনটি ল্যাটিন আমেরিকার প্রেক্ষাপটে আঁকা হয়েছে। আপনার কি মনে হয় এটি পাকিস্তানের পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? অন্যান্য দেশের কথা ভাবুন যেখানে এটি প্রযোজ্য হতে পারে?

আমাদের দেশেও কি মাঝে মাঝে এমনটা ঘটে?

©Ares, Caglecartoons.com, Cagle Cartoons Inc. ২২ জানুয়ারি ২০০৫

অসদাচরণ এবং জালিয়াতি। ২০০২ সালের আগস্টে তিনি একটি 'আইনি কাঠামো আদেশ' জারি করেন যা পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধন করে। এই আদেশ অনুসারে, রাষ্ট্রপতি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলিকে বাতিল করতে পারেন। বেসামরিক মন্ত্রিসভার কাজ একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয় যার উপর সামরিক কর্মকর্তাদের আধিপত্য রয়েছে। এই আইন পাসের পর, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাই পাকিস্তানে নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কিছু ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষমতা সামরিক কর্মকর্তা এবং জেনারেল মোশাররফের হাতেই ছিল।

এই সব আমার কাছে এত দূরের কথা। গণতন্ত্র কি কেবল শাসক এবং সরকার সম্পর্কে? আমরা কি একটি গণতান্ত্রিক শ্রেণীকক্ষ সম্পর্কে কথা বলতে পারি? নাকি একটি গণতান্ত্রিক পরিবার সম্পর্কে?

স্পষ্টতই, জেনারেল মোশাররফের অধীনে পাকিস্তানকে গণতন্ত্র বলা উচিত নয় এমন অনেক কারণ রয়েছে। তবে আসুন আমরা এর মধ্যে একটির উপর আলোকপাত করি। আমরা কি বলতে পারি যে পাকিস্তানের শাসকরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন? পুরোপুরি নয়। জনগণ হয়তো জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেছে কিন্তু সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আসলে গণতন্ত্রের যোগ্য ছিলেন না।

শাসকরা। তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল সেনা কর্মকর্তা এবং জেনারেল মোশাররফের হাতে, এবং তাদের কেউই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হননি। অনেক স্বৈরশাসক এবং রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে এটি ঘটে। তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নির্বাচিত সংসদ এবং সরকার থাকে কিন্তু আসল ক্ষমতা তাদের হাতে যারা নির্বাচিত হন না।

কিছু দেশে, প্রকৃত ক্ষমতা ছিল কিছু বহিরাগত শক্তির হাতে, স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে নয়। একে জনগণের শাসন বলা যায় না।

এটি আমাদের প্রথম বৈশিষ্ট্যটি দেয়। গণতন্ত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জনগণের দ্বারা নির্বাচিতদের হাতেই থাকা উচিত।

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রতিযোগিতা চীনে, প্রতি পাঁচ বছর পর পর দেশটির সংসদ নির্বাচনের জন্য নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যাকে বলা হয় কোয়াংগুও রেনমিন দাইবিয়াও দাহুই (জাতীয় গণ কংগ্রেস)।

জাতীয় গণ কংগ্রেসের দেশের রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষমতা রয়েছে। এর প্রায় ৩,০০০ সদস্য সারা চীন থেকে নির্বাচিত। কিছু সদস্য সেনাবাহিনী দ্বারা নির্বাচিত হন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগে, একজন প্রার্থীকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। কেবলমাত্র যারা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য অথবা এর সাথে যুক্ত আটটি ছোট দলের সদস্য, তাদেরই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি ছিল।

২০০২-০৩। সরকার সর্বদা কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা গঠিত হয়।

১৯৩০ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে, মেক্সিকো প্রতি ছয় বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন করে। দেশটি কখনও সামরিক বা স্বৈরশাসকের শাসনের অধীনে ছিল না। কিন্তু ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনেই একজন

© NCERT not to be republished

Machine Translated by Google

পিআরআই (প্রাতিষ্ঠানিক বিপ্লবী দল) নামক দল। বিরোধী দলগুলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, কিন্তু কখনও জিততে পারেনি। পিআরআই নির্বাচন জেতার জন্য অনেক নোংরা কৌশল ব্যবহার করত বলে জানা যায়। সরকারি অফিসে কর্মরত সকলকে তাদের দলীয় সভায় যোগ দিতে হত।

সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা অভিভাবকদের পিআরআই-এর পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করতেন। মিডিয়া বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সমালোচনা ছাড়া তাদের কার্যকলাপকে মূলত উপেক্ষা করত।

কখনও কখনও শেষ মুহূর্তে ভোটকেন্দ্রগুলি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা হত, যার ফলে মানুষের ভোট দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

পিআরআই তার প্রার্থীদের প্রচারণায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে।

উপরে বর্ণিত নির্বাচনগুলিকে কি জনগণের শাসক নির্বাচনের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত? এই উদাহরণগুলি পড়লে আমাদের মনে হয় যে আমরা তা করতে পারি না। এখানে অনেক সমস্যা রয়েছে। চীনে নির্বাচন জনগণকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পছন্দের প্রস্তাব দেয় না।

তাদের ক্ষমতাসীন দল এবং তাদের অনুমোদিত প্রার্থীদের নির্বাচন করতে হবে।

আমরা কি এটাকে একটা পছন্দ বলতে পারি? মেক্সিকান উদাহরণে, মানুষের কাছে সত্যিই একটা পছন্দ ছিল বলে মনে হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে তাদের কাছে আর কোনও পছন্দ ছিল না। শাসক দলকে পরাজিত করার কোনও উপায় ছিল না, এমনকি যদি মানুষ তার বিরুদ্ধেও থাকে। এগুলো সুষ্ঠু নির্বাচন নয়।

এভাবে আমরা গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণার সাথে দ্বিতীয় একটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে পারি।

যেকোনো ধরণের নির্বাচন আয়োজন যথেষ্ট নয়। নির্বাচন অবশ্যই রাজনৈতিক বিকল্পগুলির মধ্যে একটি বাস্তব পছন্দের সুযোগ করে দেবে। এবং জনগণ যদি চায়, তাহলে এই পছন্দটি ব্যবহার করে বিদ্যমান শাসকদের অপসারণ করা সম্ভব হবে। সুতরাং, একটি গণতন্ত্র অবশ্যই একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হতে হবে যেখানে বর্তমানে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের হারার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্পর্কে আরও জানব।

মে 17, 2005, মেক্সিকো, কার্টুনিস্ট: ফ্রান্সিস্কো ইরেনা, এল ইকোনোমিস্তা

এক ব্যক্তি, এক ব্যক্তি, এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মূল্য এক মূল্য

এর আগে, আমরা পড়েছিলাম

যে কীভাবে গণতন্ত্রের সংগ্রাম সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের দাবির সাথে যুক্ত ছিল।

এই নীতি এখন প্রায় সারা বিশ্বেই গৃহীত হয়েছে। তবুও ভোটাধিকারের সমান অধিকার অস্বীকারের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

২০১৫ সাল পর্যন্ত সৌদি আরবে নারীদের ভোটাধিকার ছিল না।

এস্তোনিয়া তার নাগরিকত্বের নিয়ম এমনভাবে তৈরি করেছে যে রাশিয়ান সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার পেতে অসুবিধা হয়।

ফিজিতে নির্বাচনী ব্যবস্থা এমন যে, একজন আদিবাসী ফিজির ভোটের মূল্য একজন ভারতীয়-ফিজিয়ানের ভোটের চেয়ে বেশি।

গণতন্ত্র রাজনৈতিক সমতার একটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি আমাদের গণতন্ত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি দেয়: গণতন্ত্রে, প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের একটি ভোট থাকতে হবে এবং প্রতিটি ভোটের একটি মূল্য থাকতে হবে। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে এটি সম্পর্কে আরও পড়ব।

পড়ুন

কার্টুন

এই কার্টুনটির শিরোনাম ছিল 'বিল্ডিং ডেমোক্রেসি' এবং এটি প্রথম ল্যাটিন আমেরিকার একটি প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে টাকার থলি বলতে কী বোঝায়? এই কার্টুনটি কি ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে?

© NCERT not to be republished

Machine Translated by Google

কার্টুনটি পড়ো

এই কার্টুনটি সাদ্দাম হোসেনের শাসন উৎখাতের পর অনুষ্ঠিত ইরাকি নির্বাচন সম্পর্কে। তাকে কারাগারে দেখানো হয়েছে। কী?

কার্টুনিস্ট এখানে বলছেন? এই কার্টুনের বার্তাটি এই অধ্যায়ের প্রথম কার্টুনের সাথে তুলনা করুন।

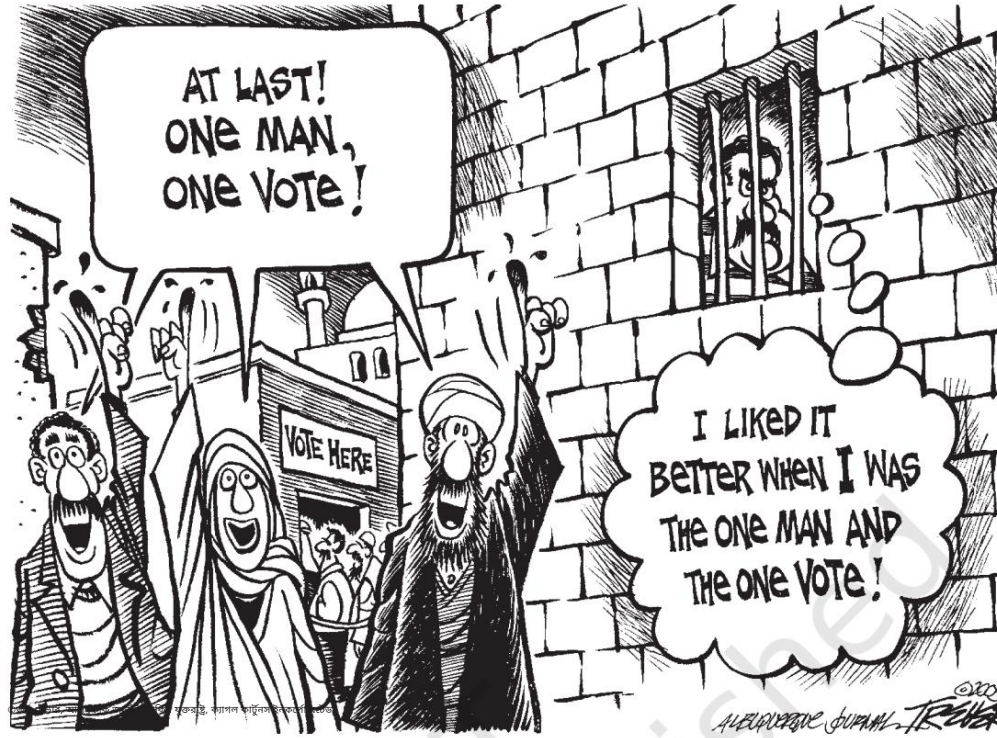

আইনের, অধিকারের প্রতি সম্মান,

জিম্বাবুয়ে ১৯৮০

সালে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে।

সেই থেকে দেশটি স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী দল ZANU-PF দ্বারা শাসিত। স্বাধীনতার পর থেকে এর নেতা রবার্ট মুগাবে দেশটি শাসন করেছেন। নির্বাচন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হত এবং সর্বদা ZANU-PFই জয়ী হত। রাষ্ট্রপতি মুগাবে জনপ্রিয় ছিলেন কিন্তু নির্বাচনে অন্যায্য অনুশীলনও ব্যবহার করেছিলেন। বছরের পর বছর ধরে তার সরকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাকে কম জবাবদিহি করার জন্য বেশ কয়েকবার সংবিধান পরিবর্তন করেছে। বিরোধী দলের কর্মীদের হয়রানি করা হয়েছিল এবং তাদের সভা ব্যাহত করা হয়েছিল। সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ এবং বিক্ষোভকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

জিম্বাবুয়ের কথা কেন? আমাদের দেশের অনেক জায়গা থেকেও একই রকম রিপোর্ট পড়েছি। আমরা কেন এটা নিয়ে আলোচনা করব না?

রাষ্ট্রপতির সমালোচনা করার অধিকার সীমিত করার জন্য একটি আইন ছিল। টেলিভিশন এবং রেডিও সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং কেবল শাসক দলের মতামতই দিত। স্বাধীন সংবাদপত্র ছিল কিন্তু সরকার তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া সাংবাদিকদের হয়রানি করেছে। সরকার কিছু আদালতের রায় উপেক্ষা করেছে যা এর বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং বিচারকদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ২০১৭ সালে তাকে পদ থেকে সরাতে বাধ্য করা হয়েছিল।

জিম্বাবুয়ের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে গণতন্ত্রে শাসকদের জনসমর্থন অপরিহার্য, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। জনপ্রিয় সরকার অগণতান্ত্রিক হতে পারে। জনপ্রিয় নেতারা স্বৈরাচারী হতে পারেন। আমরা যদি গণতন্ত্রের মূল্যায়ন করতে চাই, তাহলে নির্বাচনের দিকে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নির্বাচনের আগে এবং পরেও নজর দেওয়া সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের আগের সময়ে রাজনৈতিক বিরোধিতা সহ স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা উচিত। এর জন্য রাষ্ট্রকে নাগরিকদের কিছু মৌলিক অধিকারকে সম্মান করতে হবে। তাদের চিন্তাভাবনা করার, মতামত রাখার, জনসমক্ষে প্রকাশ করার, সমিতি গঠন করার, প্রতিবাদ করার এবং অন্যান্য রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা থাকা উচিত। আইনের চোখে সকলের সমান হওয়া উচিত। এই অধিকারগুলি একটি স্বাধীন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সুরক্ষিত থাকতে হবে।

© NCERT not to be republished

Machine Translated by Google

©এরিক অ্যালি, পাইওনিয়ার প্রেস, মার্কিন

বিচার বিভাগ যার আদেশ সকলেই মেনে চলে। আমরা এই অধিকারগুলি সম্পর্কে আরও অধ্যায় 5 এ পড়ব।

একইভাবে, নির্বাচনের পরে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত প্রযোজ্য। একটি গণতান্ত্রিক সরকার কেবল নির্বাচনে জয়লাভ করার কারণে যা খুশি তাই করতে পারে না। কিছু মৌলিক নিয়ম মেনে চলতে হয়। বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু নিশ্চয়তা মেনে চলতে হয়। প্রতিটি বড় সিদ্ধান্ত একাধিক পরামর্শের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রতিটি পদাধিকারীর সংবিধান ও আইন দ্বারা নির্ধারিত কিছু অধিকার এবং দায়িত্ব রয়েছে। এর প্রত্যেকটি কেবল জনগণের কাছেই নয়, অন্যান্য স্বাধীন কর্মকর্তাদের কাছেও দায়বদ্ধ। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে এই বিষয়ে আরও পড়ব।

এই দুটি দিকই আমাদের গণতন্ত্রের চতুর্থ এবং চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য প্রদান করে: একটি গণতান্ত্রিক সরকার সাংবিধানিক আইন এবং নাগরিকদের অধিকার দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে শাসন করে।

সারসংক্ষেপ সংজ্ঞা শুরু এখন পর্যন্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ করা যাক। আমরা একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে গণতন্ত্র হল এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে শাসকরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। আমরা দেখেছি যে এই সংজ্ঞাটি পর্যাপ্ত ছিল না যদি না আমরা এতে ব্যবহৃত কিছু মূল শব্দ ব্যাখ্যা করি। উদাহরণের একটি সিরিজের মাধ্যমে আমরা সরকার ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের চারটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করেছি। সেই অনুযায়ী, গণতন্ত্র হল এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে:

জনগণের দ্বারা নির্বাচিত শাসকরা সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; নির্বাচন জনগণকে বর্তমান শাসকদের পরিবর্তনের জন্য একটি পছন্দ এবং ন্যায্য সুযোগ প্রদান করে; এই পছন্দ এবং সুযোগ সকল জনগণের জন্য সমান ভিত্তিতে উপলব্ধ; এবং এই পছন্দের প্রয়োগ সংবিধানের মৌলিক নিয়ম এবং নাগরিক অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি সরকারের দিকে পরিচালিত করে।

কার্টুনটি পড়ো

চীন সরকার 'গুগল' এবং 'ইয়াহু'-এর মতো জনপ্রিয় ওয়েবসাইটগুলিতে বিধিনিষেধ আরোপ করে ইন্টারনেটে তথ্যের অবাধ প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে। ট্যাঙ্ক এবং একজন নিরস্ত্র ছাত্রের ছবি পাঠককে সাম্প্রতিক চীনা ইতিহাসের আরেকটি বড় ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই ঘটনা সম্পর্কে জেনে নিন।

© NCERT not to be republished

Machine Translated by Google

চেক করুন তোমার অগ্রগতি

গণতন্ত্রের কার্যকারিতা বা অস্বীকারের এই পাঁচটি উদাহরণ পড়ুন। উপরে আলোচিত গণতন্ত্রের প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সাথে এই প্রতিটির মিল খুঁজে বের করুন।

উদাহরণ:	বৈশিষ্ট্য
ভুটানের রাজা ঘোষণা করেছেন যে ভবিষ্যতে তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেওয়া পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হবেন।	আইনের শাসন
ভারত থেকে আসা অনেক তামিল শ্রমিককে শ্রীলঙ্কায় ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি।	অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা
রাজা রাজনৈতিক সমাবেশ, বিক্ষোভ এবং সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।	এক ব্যক্তি এক ভোট এক মূল্য
ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট বিহার বিধানসভা ভেঙে দেওয়াকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে।	অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রতিযোগিতা
বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে যে নির্বাচনের সময় একটি নিরপেক্ষ সরকার দেশ শাসন করবে।	নির্বাচিত নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

১.৩ গণতন্ত্র কেন?

ম্যাডাম লিংডোর ক্লাসে তর্ক শুরু হয়ে গেল। তিনি গণতন্ত্র কী তা নিয়ে আগের অংশটি পড়ানো শেষ করেছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা কি মনে করে গণতন্ত্রই সর্বোত্তম সরকার ব্যবস্থা।

সবারই কিছু বলার ছিল।

গণতন্ত্রের গুণাবলী নিয়ে বিতর্ক ইয়োলান্ডা : আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি। সারা বিশ্বের মানুষ গণতন্ত্র চায়। যেসব দেশ আগে গণতান্ত্রিক ছিল না, তারা এখন গণতান্ত্রিক হয়ে উঠছে। সকল মহান ব্যক্তি গণতন্ত্র সম্পর্কে চমৎকার কথা বলেছেন। এটা কি স্পষ্ট নয় যে গণতন্ত্রই সেরা? আমাদের কি এই বিষয়ে বিতর্ক করার দরকার আছে?

আমি লিংডো ম্যাডামের ক্লাসে থাকতে চাই! এটা একটা গণতান্ত্রিক ক্লাসরুমের মতো শোনাচ্ছে।

তাংকিনি: কিন্তু লিংডো ম্যাডাম বলেছিলেন যে আমাদের কোনও কিছু কেবল বিখ্যাত বলে গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল এই কারণে যে অন্যরা তা গ্রহণ করে। এটা কি সম্ভব নয় যে সবাই ভুল পথে চলছে?

জেনি: হ্যাঁ, এটা আসলে একটা ভুল পথ। গণতন্ত্র আমাদের দেশে কী এনেছে? সাত দশকের গণতন্ত্র আর দেশে এত দারিদ্র্য।

তাই না?

রিবিয়াং: কিন্তু গণতন্ত্রের সাথে এর কী সম্পর্ক? আমরা কি গণতান্ত্রিক বলেই দারিদ্র্যের সম্মুখীন, নাকি গণতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও আমাদের দারিদ্র্যের সম্মুখীন?

জেনি: যাই হোক, এটা কীভাবে পার্থক্য করে? মূল কথা হলো, এটা কখনোই সেরা সরকার হতে পারে না। গণতন্ত্র হলো বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি এবং ভণ্ডামি। রাজনীতিবিদরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। দেশের কথা কে ভাবে?

পোইমন: তাহলে, আমাদের কী পাওয়া উচিত? ব্রিটিশ শাসনামলে ফিরে যান? এই দেশ শাসন করার জন্য কিছু রাজাকে আমন্ত্রণ জানান?

রোজ: আমি জানি না। আমার মনে হয় এই দেশের যা দরকার তা হল একজন শক্তিশালী নেতা, যার নির্বাচন এবং সংসদ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। একজন নেতারই সকল ক্ষমতা থাকা উচিত। দেশের স্বার্থে যা যা প্রয়োজন তা তিনি করতে সক্ষম হবেন। কেবল তখনই এই দেশ থেকে দুর্নীতি এবং দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।

কেউ একজন চিৎকার করে বলল: এটাকে একনায়কতন্ত্র বলে!

হোই: যদি সেই ব্যক্তি নিজের এবং তার পরিবারের জন্য এই সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার শুরু করে? যদি সে নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়?

রোজ: আমি কেবল সৎ, আন্তরিক এবং শক্তিশালী নেতার কথা বলছি।

হোই: কিন্তু এটা ঠিক নয়। আপনি একটি আদর্শ একনায়কতন্ত্রের সাথে একটি প্রকৃত গণতন্ত্রের তুলনা করছেন। আমাদের উচিত আদর্শের সাথে আদর্শের তুলনা করা, বাস্তবের সাথে বাস্তবের তুলনা করা। গিয়ে বাস্তব জীবনের একনায়কদের রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখা। তারা সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বার্থপর এবং নৃশংস। আমরা কেবল এটি সম্পর্কে জানতে পারি না। আর সবচেয়ে খারাপ বিষয় হল, আপনি তাদের থেকে মুক্তিও পেতে পারেন না।

© NCERT not to be republished

পুনর্মুদ্রণ ২০২৫-২৬

Machine Translated by Google

ম্যাডাম লিংডো আগ্রহের সাথে এই আলোচনা শুনছিলেন। এবার তিনি হস্তক্ষেপ করে বললেন: "তোমাদের সকলকে এত আবেগের সাথে তর্ক করতে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি।

আমি জানি না কে ঠিক আর কে ভুল। এটা তোমার ব্যাপার।

কিন্তু আমার মনে হয়েছে তোমরা সবাই তোমাদের মনের কথা বলতে চেয়েছো। কেউ যদি তোমাদের থামানোর চেষ্টা করতো অথবা তোমাদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য কেউ শাস্তি দিত, তাহলে তোমাদের খুব খারাপ লাগতো। যে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই, সেখানে কি তোমরা এটা করতে পারবে? এটা কি গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো যুক্তি?"

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তি

এই কথোপকথনে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা যে যুক্তিগুলো নিয়মিত শুনি তার বেশিরভাগই রয়েছে। আসুন আমরা এই যুক্তিগুলোর কিছু পর্যালোচনা করি: গণতন্ত্রে নেতারা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। এর ফলে অস্থিরতা তৈরি হয়।

গণতন্ত্র হলো রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং ক্ষমতার খেলা। এখানে নীতিবোধের কোন সুযোগ নেই।

গণতন্ত্রে এত বেশি লোকের সাথে পরামর্শ করতে হয় যে, বিলম্বের দিকে পরিচালিত করে।

নির্বাচিত নেতারা জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ বোঝেন না। এর ফলে খারাপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গণতন্ত্র দুর্নীতির দিকে পরিচালিত করে কারণ এটি নির্বাচনী প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে।

সাধারণ মানুষ জানে না তাদের জন্য কী ভালো; তাদের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কি আর কোন যুক্তি আছে যা আপনার মনে হতে পারে? এই যুক্তিগুলির মধ্যে কোনটি মূলত গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? এর মধ্যে কোনটি যেকোনো ধরণের সরকারের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে? এর মধ্যে কোনটির সাথে আপনি একমত?

স্পষ্টতই, গণতন্ত্র সকল সমস্যার জাদুকরী সমাধান নয়। এটি আমাদের দেশে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে পারেনি। সরকার ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র কেবল নিশ্চিত করে যে মানুষ তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেয়।

এটা এই গ্যারান্টি দেয় না যে তাদের সিদ্ধান্তগুলি ভালো হবে। মানুষ ভুল করতে পারে। এই সিদ্ধান্তগুলিতে জনগণকে জড়িত করার ফলে

সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের জন্য। এটাও সত্য যে গণতন্ত্রের ফলে নেতৃত্বের ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে।

কখনও কখনও এটি বড় সিদ্ধান্তগুলিকে পিছিয়ে দিতে পারে এবং সরকারের দক্ষতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

এই যুক্তিগুলি দেখায় যে আমরা যে ধরণের গণতন্ত্র দেখি তা আদর্শ সরকার নাও হতে পারে।

কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা যে প্রশ্নের মুখোমুখি হই তা নয়। আমাদের আসল প্রশ্নটি ভিন্ন: গণতন্ত্র কি আমাদের বেছে নেওয়ার জন্য বিদ্যমান অন্যান্য সরকার ব্যবস্থার চেয়ে ভালো?

গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি

১৯৫৮-১৯৬১ সালের চীনের দুর্ভিক্ষ ছিল বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় তিন কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল। সেই সময় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা চীনের তুলনায় খুব বেশি ভালো ছিল না। তবুও চীনের মতো ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়নি। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন

এই কার্টুনটি ব্রাজিলের, যে দেশটিতে স্বৈরশাসনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর শিরোনাম "স্বৈরশাসনের লুকানো দিক"।

এই কার্টুনটি কোন কোন লুকানো দিক তুলে ধরেছে? প্রতিটি স্বৈরশাসকের কি একটি লুকানো দিক থাকা প্রয়োজন? যদি সম্ভব হয়, তাহলে চিলির পিনোশে, পোল্যান্ডের জারুজেলস্কি, নাইজেরিয়ার সানি আবাচা এবং ফিলিপাইনের ফার্দিনান্দ মার্কোসের মতো স্বৈরশাসকদের সম্পর্কে এটি জেনে নিন।

কার্টুনটি পড়ো

©ওসমানি সিমানকা, ব্রাজিল, ক্যাগল কা

© NCERT not to be republished

Machine Translated by Google

দুই দেশের সরকারের ভিন্ন নীতির ফলেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতে গণতন্ত্রের অস্তিত্বের কারণে ভারত সরকার খাদ্য ঘাটতির মোকাবেলায় এমনভাবে সাড়া দিতে বাধ্য হয়েছে যা চীনা সরকার করেনি। তারা উল্লেখ করেছেন যে, একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে কখনও বড় আকারের দুর্ভিক্ষ হয়নি। যদি চীনেও বহুদলীয় নির্বাচন, বিরোধী দল এবং সরকারের সমালোচনা করার জন্য একটি সংবাদমাধ্যম স্বাধীন থাকত, তাহলে দুর্ভিক্ষে এত মানুষ মারা যেত না।

এই উদাহরণটি গণতন্ত্রকে সর্বোত্তম সরকার ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করার একটি কারণ তুলে ধরে।

জনগণের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র অন্য যেকোনো ধরণের সরকারের চেয়ে ভালো। একটি অগণতান্ত্রিক সরকার জনগণের চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং করতেও পারে, কিন্তু এটি সবই নির্ভর করে শাসনকারী জনগণের ইচ্ছার উপর। যদি শাসকরা না চান, তাহলে তাদের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে হবে না।

একটি গণতন্ত্রের জন্য শাসকদের জনগণের চাহিদা পূরণ করতে হবে। একটি গণতান্ত্রিক সরকার একটি উন্নততর সরকার কারণ এটি একটি আরও জবাবদিহিমূলক সরকার।

গণতন্ত্র যে কোনও অগণতান্ত্রিক সরকারের চেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকে পরিচালিত করে তার আরেকটি কারণ রয়েছে। গণতন্ত্র পরামর্শ এবং আলোচনার উপর ভিত্তি করে। একটি গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে সর্বদা অনেক ব্যক্তি, আলোচনা এবং সভা জড়িত থাকে। যখন অনেক লোক একসাথে মাথা ঘামায়, তখন তারা যেকোনো সিদ্ধান্তে সম্ভাব্য ভুলগুলি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। এতে সময় লাগে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় নেওয়ার একটি বড় সুবিধা রয়েছে। এটি তাড়াহুড়ো বা দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা হ্রাস করে। এইভাবে গণতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান উন্নত করে।

ভারত না থাকলে কী হতো?

গণতন্ত্র?
আমরা কি একক
জাতি হিসেবে একসাথে
থাকতে পারতাম?

এটি তৃতীয় যুক্তির সাথে সম্পর্কিত। গণতন্ত্র পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব মোকাবেলার একটি পদ্ধতি প্রদান করে। যেকোনো সমাজে মানুষের মতামত এবং স্বার্থের পার্থক্য থাকতেই পারে। আমাদের মতো দেশে এই পার্থক্যগুলি বিশেষভাবে তীব্র, যেখানে আশ্চর্যজনক সামাজিক বৈচিত্র্য রয়েছে। মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, বিভিন্ন ধর্ম পালন করে এবং বিভিন্ন বর্ণের। তারা বিশ্বকে খুব আলাদাভাবে দেখে এবং তাদের বিভিন্ন পছন্দ রয়েছে। একটি গোষ্ঠীর পছন্দ অন্য গোষ্ঠীর পছন্দের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। আমরা কীভাবে এই ধরণের দ্বন্দ্বের সমাধান করব? নৃশংস শক্তির মাধ্যমে দ্বন্দ্বের সমাধান করা যেতে পারে। যে গোষ্ঠী বেশি শক্তিশালী, সে তার শর্তাবলী নির্ধারণ করবে এবং অন্যদের তা মেনে নিতে হবে। কিন্তু এটি বিরক্তি এবং অসুখের দিকে পরিচালিত করবে।

বিভিন্ন গোষ্ঠী এভাবে বেশিদিন একসাথে থাকতে পারবে না।

গণতন্ত্রই এই সমস্যার একমাত্র শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রদান করে। গণতন্ত্রে কেউ স্থায়ীভাবে বিজয়ী হয় না। কেউ স্থায়ীভাবে পরাজিতও হয় না।

বিভিন্ন গোষ্ঠী একে অপরের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে, গণতন্ত্র আমাদের দেশকে একত্রিত রাখে।

এই তিনটি যুক্তি ছিল সরকার ও সামাজিক জীবনের মানের উপর গণতন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে।

কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি হলো গণতন্ত্র সরকারের উপর কী প্রভাব ফেলে তা নয়।

এটি গণতন্ত্র নাগরিকদের প্রতি কী করে তা নিয়ে। গণতন্ত্র যদি আরও ভালো সিদ্ধান্ত এবং জবাবদিহিতামূলক সরকার নাও আনে, তবুও এটি অন্যান্য ধরণের সরকারের চেয়ে ভালো। গণতন্ত্র নাগরিকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যেমনটি আমরা উপরে আলোচনা করেছি, গণতন্ত্র রাজনৈতিক সমতার নীতির উপর ভিত্তি করে, এই স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে যে

© NCERT not to be republished

Machine Translated by Google

দরিদ্রতম এবং স্বল্পশিক্ষিতদের মর্যাদা ধনী এবং শিক্ষিতদের সমান। মানুষ কোন শাসকের প্রজা নয়, তারা নিজেরাই শাসক। এমনকি যখন তারা ভুল করে, তখনও তারা তাদের আচরণের জন্য দায়ী।

পরিশেষে, গণতন্ত্র অন্যান্য ধরণের সরকারের চেয়ে ভালো কারণ এটি আমাদের নিজস্ব ভুল সংশোধন করার সুযোগ দেয়। যেমনটি আমরা উপরে দেখেছি, গণতন্ত্রে ভুল করা যাবে না এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। কোনও সরকারই সেই গ্যারান্টি দিতে পারে না। গণতন্ত্রের সুবিধা হল যে এই ধরনের ভুলগুলি বেশি দিন লুকানো যায় না। এই ভুলগুলি নিয়ে জনসাধারণের আলোচনার জন্য একটি জায়গা রয়েছে। এবং সংশোধনের জন্যও একটি জায়গা রয়েছে। হয় শাসকদের তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে, অথবা শাসকদের পরিবর্তন করা যেতে পারে। এটি একটি অগণতান্ত্রিক সরকারে ঘটতে পারে না।

সংক্ষেপে বলা যাক। গণতন্ত্র আমাদের সবকিছু দিতে পারে না এবং সকল সমস্যার সমাধানও নয়। তবে এটি আমাদের জানা অন্য যেকোনো বিকল্পের চেয়ে স্পষ্টতই ভালো। এটি একটি ভালো সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা বেশি, এটি মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাকে সম্মান করার সম্ভাবনা বেশি এবং বিভিন্ন ধরণের মানুষকে একসাথে বসবাসের সুযোগ করে দেয়। এমনকি যখন এটি এই কিছু করতে ব্যর্থ হয়, তখনও এটি তার ভুল সংশোধনের একটি উপায় প্রদান করে এবং সমস্ত নাগরিককে আরও মর্যাদা প্রদান করে। এই কারণেই গণতন্ত্রকে সর্বোত্তম রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সরকার।

এই কার্টুনটি কানাডায় ২০০৪ সালের সংসদ নির্বাচনের ঠিক আগে প্রকাশিত হয়েছিল। কার্টুনিস্ট সহ সকলেই আশা করেছিলেন যে লিবারেল পার্টি আবারও জিতবে। ফলাফল আসার পর, লিবারেল পার্টি নির্বাচনে হেরে যায়। এই কার্টুনটি কি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নাকি গণতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি?

কার্টুনটি পড়ো

©ক্যাম কার্ডো, দ্য অটোয়া সিটিজেন, কানাডা, ক্যাগল কার্টুনস ইনকর্পোরেটেড। ৩০ মে ২০

রাজেশ এবং মুজাফফর একটি প্রবন্ধ পড়েন। এতে দেখানো হয় যে কোনও গণতন্ত্র কখনও অন্য গণতন্ত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। যুদ্ধ তখনই সংঘটিত হয় যখন দুটি সরকারের মধ্যে একটি অগণতান্ত্রিক হয়। প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে এটি গণতন্ত্রের একটি বড় গুণ। প্রবন্ধটি পড়ার পর, রাজেশ এবং মুজাফফরের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ছিল। রাজেশ বলেন যে এটি গণতন্ত্রের পক্ষে একটি ভাল যুক্তি ছিল না। এটি কেবল সুযোগের ব্যাপার ছিল।

ভবিষ্যতে গণতন্ত্রে যুদ্ধ হতে পারে। মুজাফফর বলেন যে এটি কেবল সুযোগের ব্যাপার হতে পারে না। গণতন্ত্র এমনভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমে যায়। দুটি অবস্থানের মধ্যে কোনটির সাথে আপনি একমত এবং কেন?

চেক করুন তোমার অগ্রগতি

পুনর্মুদ্রণ ২০২৫-২৬

Machine Translated by Google

আর কে লক্ষ্মণের এই বিখ্যাত কার্টুনটি স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উদযাপনের উপর মন্তব্য করেছে।

দেয়ালে কয়টি ছবি আপনি চিনতে পারেন?

অনেক সাধারণ মানুষ কি এই কার্টুনের সাধারণ মানুষের মতো অনুভব করে?

১.৪ গণতন্ত্রের বিস্তৃত অর্থ

এই অধ্যায়ে আমরা গণতন্ত্রের অর্থ সীমিত এবং বর্ণনামূলক অর্থে বিবেচনা করেছি। আমরা গণতন্ত্রকে সরকারের একটি রূপ হিসেবে বুঝতে পেরেছি। গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করার এই পদ্ধতি আমাদের গণতন্ত্রের ন্যূনতম বৈশিষ্ট্যগুলির একটি স্পষ্ট সেট সনাক্ত করতে সাহায্য করে যা অবশ্যই থাকা উচিত। আমাদের সময়ে গণতন্ত্রের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আপনি ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী ক্লাসগুলিতে এটি সম্পর্কে পড়েছেন। আমরা যে দেশগুলিকে গণতন্ত্র বলি, সেখানে সমস্ত জনগণ শাসন করে না। সংখ্যাগরিষ্ঠদের সকল জনগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

পড়ুন

কার্টুন

এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠরাও সরাসরি শাসন করে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই শাসন করে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে।

এটি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে কারণ:

আধুনিক গণতন্ত্রে এই ধরনের বিপুল সংখ্যক মানুষকে এমনভাবে আশ্বস্ত করতে হবে যে তাদের পক্ষে একসাথে বসে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেওয়া শারীরিকভাবে অসম্ভব।

যদি তারা পারত, তবুও নাগরিকের সকল সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করার সময়, ইচ্ছা বা দক্ষতা থাকে না।

এটি আমাদের গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি স্পষ্ট কিন্তু ন্যূনতম ধারণা দেয়। এই স্পষ্টতা আমাদের গণতন্ত্রকে অগণতন্ত্র থেকে আলাদা করতে সাহায্য করে।

কিন্তু এটি আমাদের গণতন্ত্র এবং একটি ভালো গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে দেয় না। এটি তা করে না

©আরকে লক্ষ্মণ, টাইমস অ

পুনর্মুদ্রণ ২০২৫-২৬

Machine Translated by Google

আমাদেরকে সরকারের বাইরেও গণতন্ত্রের কার্যকারিতা দেখার সুযোগ করে দিন। এর জন্য আমাদের গণতন্ত্রের বৃহত্তর অর্থের দিকে ঝুঁকতে হবে।

কখনও কখনও আমরা সরকার ব্যতীত অন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য গণতন্ত্র ব্যবহার করি। কেবল এই বিবৃতিগুলি পড়ুন:

"আমরা খুবই গণতান্ত্রিক পরিবার।
যখনই কোন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, আমরা সবাই বসে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাই

"ঐক্যমত্য। আমার মতামত আমার বাবার মতই গুরুত্বপূর্ণ।"

"আমি এমন শিক্ষকদের পছন্দ করি না যারা ক্লাসে শিক্ষার্থীদের কথা বলতে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দেয় না। আমি গণতান্ত্রিক মেজাজের শিক্ষকদের চাই।"

"একজন নেতা এবং তার পরিবারের সদস্যরা এই দলের সবকিছু নির্ধারণ করেন। তারা কীভাবে গণতন্ত্রের কথা বলতে পারে?"

"গণতন্ত্র" শব্দটি ব্যবহারের এই পদ্ধতিগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি মৌলিক অর্থের সাথে সম্পর্কিত। একটি গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের মধ্যে সেই সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত সকলের সাথে পরামর্শ এবং সম্মতি জড়িত। যারা ক্ষমতাবান নন তাদেরও ক্ষমতাবানদের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একই মতামত রয়েছে। এটি সরকার, পরিবার বা অন্য কোনও সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। সুতরাং গণতন্ত্রও এমন একটি নীতি যা জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কখনও কখনও আমরা গণতন্ত্র শব্দটি কোনও বিদ্যমান সরকারকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করি না বরং একটি আদর্শ মান স্থাপন করার জন্য ব্যবহার করি যা সমস্ত গণতন্ত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত:

"এই দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র তখনই আসবে যখন কেউ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যাবে না।"

"গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিককে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হতে হবে। এর জন্য আপনার কেবল ভোট দেওয়ার সমান অধিকারের প্রয়োজন নেই। প্রতিটি নাগরিকের সমান তথ্য, মৌলিক শিক্ষা, সমান সম্পদ এবং প্রচুর প্রতিশ্রুতি থাকা প্রয়োজন।"

যদি আমরা এই আদর্শগুলিকে গুরুত্ব সহকারে নিই, তাহলে বিশ্বের কোনও দেশই গণতন্ত্র নয়। তবুও গণতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে বোঝা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা কেন গণতন্ত্রকে মূল্য দিই। এটি আমাদের বিদ্যমান গণতন্ত্রকে বিচার করতে এবং এর দুর্বলতাগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম করে। এটি আমাদের একটি ন্যূনতম গণতন্ত্র এবং একটি ভালো গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে সাহায্য করে।

আমার গ্রামে গ্রামসভা কখনও বসে না। এটা কি গণতান্ত্রিক?

এই বইটিতে আমরা গণতন্ত্রের এই সম্প্রসারিত ধারণাটি নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করিনি। এখানে আমাদের মনোযোগ সরকারের একটি রূপ হিসেবে গণতন্ত্রের কিছু মূল প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যের উপর।

আগামী বছর আপনি একটি গণতান্ত্রিক সমাজ এবং আমাদের গণতন্ত্রের মূল্যায়নের উপায় সম্পর্কে আরও পড়বেন। এই পর্যায়ে আমাদের কেবল এটি লক্ষ্য করতে হবে যে গণতন্ত্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিভিন্ন উপায় থাকতে পারে, যতক্ষণ না সমান ভিত্তিতে পরামর্শের মৌলিক নীতিটি গৃহীত হয়। আজকের বিশ্বে গণতন্ত্রের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হল জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে এটি সম্পর্কে আরও পড়ব। কিন্তু যদি সম্প্রদায়টি ছোট হয়, তবে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অন্যান্য উপায়ও থাকতে পারে। সমস্ত মানুষ একসাথে বসে সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতে পারে। গ্রামে গ্রামসভা এভাবেই কাজ করা উচিত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্য কোনও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে আপনি কি ভাবতে পারেন?

কার্যকলাপ

আপনার বিধানসভা নির্বাচনী এলাকা এবং সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার মোট যোগ্য ভোটারের সংখ্যা খুঁজে বের করুন। আপনার এলাকার বৃহত্তম স্টেডিয়ামে কতজন লোক বসতে পারে তা খুঁজে বের করুন। আপনার সংসদীয় বা বিধানসভা নির্বাচনী এলাকার সমস্ত ভোটারের পক্ষে কি একসাথে বসে অর্থপূর্ণ আলোচনা করা সম্ভব?

© NCERT not to be republished

পুনর্মুদ্রণ ২০২৫-২৬

Machine Translated by Google

এর অর্থ এই যে, কোনও দেশই নিখুঁত গণতন্ত্র নয়। এই অধ্যায়ে আমরা যে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলি কেবলমাত্র একটি ন্যূনতম শর্ত প্রদান করে গণতন্ত্র। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এটি একটি আদর্শ গণতন্ত্র। প্রতিটি গণতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। এটি একবার এবং চিরতরে অর্জন করা সম্ভব নয়। এর জন্য গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরণগুলিকে সংরক্ষণ এবং শক্তিশালী করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা প্রয়োজন। নাগরিক হিসেবে আমরা যা করি তা পরিবর্তন আনতে পারে আমাদের দেশকে কমবেশি গণতান্ত্রিক করে তোলা। এটাই শক্তি এবং গণতন্ত্রের দুর্বলতা: দেশের ভাগ্য কেবল শাসকদের কাজের উপর নির্ভর করে না, বরং মূলত আমরা নাগরিক হিসেবে কী করি তার উপর নির্ভর করে।

এটাই গণতন্ত্রকে অন্যান্য সরকার থেকে আলাদা করেছে। রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা একদলীয় শাসনের মতো অন্যান্য সরকার ব্যবস্থায় সকল নাগরিককে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ অগণতান্ত্রিক সরকারই চায় নাগরিকরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করুক। কিন্তু গণতন্ত্র সকল নাগরিকের সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে। এই কারণেই গণতন্ত্রের অধ্যয়নকে গণতান্ত্রিক রাজনীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

ব্যায়াম

১ এখানে চারটি দেশ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হল। এর উপর ভিত্তি করে তথ্য, আপনি এই দেশগুলির প্রতিটিকে কীভাবে শ্রেণীবদ্ধ করবেন। এই প্রতিটির বিরুদ্ধে 'গণতান্ত্রিক', 'অগণতান্ত্রিক' বা 'নিশ্চিত নয়' লিখুন। a দেশ A: যারা দেশের সরকারী ধর্ম গ্রহণ করে না ভোট দেওয়ার অধিকার নেই।

b দেশ B: একই দল গত কয়েক বছর ধরে নির্বাচনে জয়লাভ করে আসছে বিশ বছর। গ দেশ গ: গত তিনটি নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল হেরেছে। ঘ দেশ গ: কোনও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন নেই।

২ এখানে চারটি দেশ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হল। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে, আপনি এই দেশগুলিকে কীভাবে শ্রেণীবদ্ধ করবেন। এই দেশগুলির প্রতিটির বিরুদ্ধে 'গণতান্ত্রিক', 'অগণতান্ত্রিক' বা 'নিশ্চিত নয়' লিখুন। a দেশ P: সংসদ সেনাবাহিনী সম্পর্কে কোনও আইন পাস করতে পারে না। সেনাপ্রধানের সম্মতি ছাড়াই।

b দেশ প্রশ্ন: সংসদ বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করে কোনও আইন পাস করতে পারে না। c দেশ R: দেশের নেতারা প্রতিবেশী দেশের অনুমতি ছাড়া অন্য কোনও দেশের সাথে কোনও চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারবেন না।

d দেশ S: দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা নেন, যা মন্ত্রীরা পরিবর্তন করতে পারেন না।

৩ এর মধ্যে কোনটি গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো যুক্তি নয়? কেন?

a গণতন্ত্রে জনগণ স্বাধীন এবং সমান বোধ করে। b গণতন্ত্র অন্যদের তুলনায় দ্বন্দ্বের সমাধান ভালোভাবে করে। c গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের কাছে বেশি দায়বদ্ধ। d গণতন্ত্র অন্যদের তুলনায় বেশি সমৃদ্ধ।

© NCERT not to be republished

Machine Translated by Google

৪ এই প্রতিটি বিবৃতিতে একটি গণতান্ত্রিক এবং একটি অগণতান্ত্রিক রয়েছে

উপাদান। প্রতিটি বিবৃতির জন্য দুটি আলাদাভাবে লিখুন। a একজন মন্ত্রী বলেছেন যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)
কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলার জন্য কিছু আইন সংসদ কর্তৃক পাস করতে হবে। b নির্বাচন কমিশন একটি নির্বাচনী এলাকায়
পুনঃভোট গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে

যেখানে বড় আকারের কারচুপির খবর পাওয়া গেছে।

গ) সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব মাত্র ১০ শতাংশে পৌঁছেছে। এর ফলে নারী সংগঠনগুলি নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন দাবি করতে
বাধ্য হয়েছে।

৫ এর মধ্যে কোনটি যুক্তি দেওয়ার জন্য বৈধ কারণ নয় যে একটি কম আছে

একটি গণতান্ত্রিক দেশে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা? a বিরোধী দলগুলি ক্ষুধা ও অনাহারের দিকে
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। b মুক্ত সংবাদমাধ্যম বিভিন্ন অংশে দুর্ভিক্ষের শিকার হওয়ার খবর জানাতে পারে

দেশটি।

গ) সরকার পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কা করছে। ঘ) জনগণ যেকোনো ধর্ম বিশ্বাস এবং পালন
করতে স্বাধীন।

৬ একটি জেলায় ৪০টি গ্রাম রয়েছে যেখানে সরকার পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা করেনি। এই গ্রামবাসীরা তাদের চাহিদা পূরণে সরকারকে বাধ্য
করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে বৈঠক করেছেন এবং বিবেচনা করেছেন।

এর মধ্যে কোনটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়? a জলকে জীবনের অধিকারের অংশ দাবি
করে আদালতে মামলা দায়ের করা। b সকল দলকে বার্তা দেওয়ার জন্য পরবর্তী নির্বাচন বর্জন করা। c সরকারের নীতির বিরুদ্ধে
জনসভা আয়োজন করা। d জল পেতে সরকারি কর্মকর্তাদের অর্থ প্রদান করা।

ব্যায়াম

৭ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির উত্তর লেখ:

সেনাবাহিনী দেশের সবচেয়ে সুশৃঙ্খল এবং দুর্নীতিমুক্ত সংস্থা। তাই সেনাবাহিনীর উচিত দেশ শাসন করা। খ. সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানে
অজ্ঞ মানুষের শাসন। আমাদের যা প্রয়োজন তা হল জ্ঞানী ব্যক্তিদের শাসন, যদিও তারা সংখ্যায় কম। গ .
আমরা যদি চাই ধর্মীয় নেতারা আমাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে পথ দেখান, তাহলে কেন তাদেরকে রাজনীতিতেও আমাদের পথ দেখানোর
জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে না? দেশ ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত।

৮. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি কি গণতন্ত্রের মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? কেন? একজন বাবা থেকে মেয়ে: আমি আপনার বিবাহ সম্পর্কে আপনার মতামত শুনতে
চাই না। আমাদের পরিবারে
বাচ্চারা যেখানে বাবা-মা তাদের বলতে চান সেখানেই বিয়ে করে।

খ. শিক্ষক ছাত্রকে: শ্রেণীকক্ষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমার মনোযোগ নষ্ট করো না। গ. কর্মচারী অফিসারকে: আইন অনুসারে আমাদের
কাজের সময় কমাতে হবে।

৯ একটি দেশ সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবেচনা করুন এবং সিদ্ধান্ত নিন যে আপনি কি
এটাকে গণতন্ত্র বলুন। আপনার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার কারণ দিন।

© NCERT not to be republished

Machine Translated by Google

ব্যায়াম

দেশের সকল নাগরিকের ভোটাধিকার রয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নিয়মিত।

খ) দেশটি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি থেকে ঋণ নিয়েছিল। ঋণ দেওয়ার একটি শর্ত ছিল যে সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যয় হ্রাস করবে।

গ) মানুষ সাতটিরও বেশি ভাষায় কথা বলে কিন্তু শিক্ষা কেবল একটি ভাষায় পাওয়া যায়, সেই দেশের ৫২ শতাংশ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে। ঘ) এই নীতির বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সংগঠন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ এবং দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

সরকার এই নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে।

দেশের রেডিও এবং টেলিভিশন সরকারের মালিকানাধীন। সরকারের নীতি এবং বিক্ষোভ সম্পর্কে যেকোনো সংবাদ প্রকাশের জন্য সকল সংবাদপত্রকে সরকারের অনুমতি নিতে হয় ।

১০ ২০০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে সেই দেশে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। আয়ের বৈষম্য গণতন্ত্রে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল। এটি সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য তাদের ক্ষমতাকেও প্রভাবিত করেছিল। প্রতিবেদনে হাইলাইট করা হয়েছিল যে: যদি একটি গড় কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার ১০০ ডলার আয় করে, তাহলে গড় শ্বেতাঙ্গ পরিবারের আয় ১৬২ ডলার। একটি শ্বেতাঙ্গ পরিবারের

গড় কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের তুলনায় বারো গুণ বেশি সম্পদ রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে '৭৫,০০০ ডলারের বেশি আয়ের পরিবারের ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৯ জন ভোট দিয়েছেন। আয়ের দিক থেকে এই ব্যক্তিরা জনসংখ্যার শীর্ষ ২০%। অন্যদিকে ১৫,০০০ ডলারের কম আয়ের পরিবারের ১০ জনের মধ্যে মাত্র ৫ জন ভোট দিয়েছেন। আয়ের দিক থেকে তারা জনসংখ্যার সর্বনিম্ন ২০%।

রাজনৈতিক দলগুলিতে প্রায় ৯৫% অবদান আসে ধনীদের কাছ থেকে। এর ফলে তারা তাদের মতামত এবং উদ্বেগ প্রকাশের সুযোগ পায়, যা বেশিরভাগ নাগরিকের কাছে উপলব্ধ নয়।

দরিদ্র অংশগুলি রাজনীতিতে কম অংশগ্রহণ করে, তাই সরকার তাদের উদ্বেগের কথা শোনে না - দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসা, তাদের জন্য চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং আবাসন নিশ্চিত করা। রাজনীতিবিদরা ব্যবসায়ী এবং ধনীদের উদ্বেগের কথা প্রায়শই শোনেন।

এই প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে কিন্তু ভারতের উদাহরণ ব্যবহার করে 'গণতন্ত্র এবং দারিদ্র্য' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

বেশিরভাগ সংবাদপত্রের একটি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা থাকে। সেই পৃষ্ঠায় সংবাদপত্রটি বর্তমান বিষয়গুলি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে। পত্রিকাটি অন্যান্য লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের মতামত এবং পাঠকদের লেখা চিঠিও প্রকাশ করে। এক মাস ধরে যেকোনো একটি সংবাদপত্র অনুসরণ করুন এবং সেই পৃষ্ঠায় গণতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত সম্পাদকীয়, নিবন্ধ এবং চিঠি সংগ্রহ করুন।

এগুলোকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করুন:

গণতন্ত্রের সাংবিধানিক ও আইনি দিক
নাগরিক অধিকার
নির্বাচনী ও দলীয় রাজনীতি
গণতন্ত্রের সমালোচনা

© NCERT not to be republished